কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিলাসী প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চায় শিক্ষার্থীরা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। তারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও অংশ নেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রারম্ভিক সমাবেশে (অ্যাসেম্বলি) জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত গাওয়া, কোরআন তিলাওয়াত ও গীতা পাঠ করতে হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেম ভূঁইয়া গীতা পাঠ করতে দেন না। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অনিয়মের প্রতিবাদ করলে প্রধান শিক্ষক ছাড়পত্র দেওয়ার হুমকি দেন।

অভিভাবক আ. মালেক বলেন, 'প্রধান শিক্ষক বছর দুয়েক আগে যোগ দেন। এর পর থেকে অতিরিক্ত বেতন, বিভিন্ন পরীক্ষার ফি ও কোচিংয়ের নামে অতিরিক্ত ফি আদায় করছেন। গত দুই বছরে নিজের বেতন বাড়িয়েছেন প্রায় চার হাজার টাকা।'

তিল্লী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ বলেন, 'এটি নদীভাঙনকবলিত দরিদ্র এলাকা। অথচ প্রধান শিক্ষক গরিব ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেন। আর সেই টাকায় নিজের কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) বসিয়েছেন। তাঁর কথাবার্তাও সাম্প্রদায়িক। এই শিক্ষককে দিয়ে বিদ্যালয় চালানো যায় না।' গতকাল প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেম ভূঁইয়া বিদ্যালয়ে আসেননি। মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। সহকারী প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন বলেন, 'প্রধান শিক্ষক ছুটি না নিয়েই গরহাজির।'

মানিকগঞ্জ জেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রেজাউল করিমের বক্তব্য নেওয়ার জন্য একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।